দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়নি

খাতা দেখায় উদারনীতি গ্রহণের সমালোচনায় শিক্ষাবিদরা

॥ নিজামুল হক ॥

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। বাড়ি বাড়ি উৎসবের আমেজ এবং মিষ্টি বিতরণ চললেও শিক্ষাথীরা ভর্তি নিয়ে শংকিত। অন্যদিকে পাসের হার ও জিপিএ-৫-এর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান সমানুপাতিক হারে বেড়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষাবিদরা বলেছেন, পাসের ক্ষেত্রে পরিমাণ বাড়লেও শিক্ষার গুণগতমানের উন্নয়ন ততটা হয়নি। জিপিএ-৫ পাওয়ার পরও শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল থেকে যায়। কোচিং বা প্রাইভেট টিউশন ছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় অনেকেই উত্তীর্ণ হতে পারে না।

চলতি বছর এসএসসিতেও পাসের হার অন্যান্য বারের চেয়ে বেশি ছিল। পাসের হার বৃদ্ধির কারণ হিসাবে পরীক্ষকরা বলেছিলেন, পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে উদার হতে বোর্ড থেকে শিক্ষকদের অনুরোধ করা হয়েছিল। বোর্ডের এ ধরনের অনুরোধ পরীক্ষার ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে। এইচএসসির খাতা দেখার বিষয়ে এবার বোর্ডের কোন নির্দেশনা না থাকলেও শিক্ষকরা অনেকটা উদার ছিলেন। (৪র্থ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

উল্লাস করছে তারা জানে না আগামীতে তাদের জন্য কি ভয়াবহ অবস্থা অপেক্ষা করছে! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান হবে না।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, আমার মনে হয় না পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার মানের উন্নতি হয়েছে। ঢালাওভাবে জিপিএ-৫ দেয়া হলে তা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করবে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৩ শতাংশের বেশি। এটা ভয়াবহ। তিনি মাদ্রাসার গুণগতমান উন্নয়নের ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়নের ওপর জোর দেন। তিনি আরো বলেন, এত শিক্ষার্থী পাস করেছে, কিন্তু তারা ভর্তি হবে কোথায়? শুধু পাসের সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না। শিক্ষার গুণগতমান বাড়াতে হবে। আর এ কাজে সরকারকে সফল হতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। গ্রামের শিক্ষার দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বুধবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে বলেছেন, জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা থেকেই প্রতীয়মান হয় শিক্ষার গুণগতমান বেড়েছে। শিক্ষা উপদেষ্টার এ বক্তব্যের সাথে একমত নন শিক্ষাবিদরা।

দেশে উচ্চ শিক্ষার যে সুযোগ রয়েছে তাতে মেধাবীরাও বঞ্চিত হবে তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে। তাই এবার এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রায় ১ লাখ শিক্ষার্থী কোথাও ভর্তি হতে পারবে না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, এবার এইচএসসিতে উত্তীর্ণ সবাইকে আমরা উচ্চ শিক্ষা দিতে পারব না, এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, আমরা এখনো দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা-ভাবনা করতে পারিনি। বাংলাদেশের মাত্র ৬ ভাগের কম শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। অথচ অন্যান্য দেশে এ সংখ্যা বেশি। এ সংখ্যা থাইল্যান্ডে ৪০ ভাগ।

পাসের হার বাড়লে

(প্রথম পৃঃ পর)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, আমরা চাই না ছাত্ররা ফেল করুক। এ কারণে এসএসসির ধারাবাহিকতায় কলেজ শিক্ষকরা এইচএসসি পরীক্ষার খাতা দেখেছেন উদারভাবে। এ কারণে পাসের হার বেড়েছে।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, পাসের হার বাড়ানোর ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও এসব শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের জন্য সরকারের কোন চিন্তাভাবনা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের তেমন উদ্যোগ নেই। এছাড়া এসব শিক্ষার্থী শিক্ষা-জীবন শেষ করে কর্মসংস্থানের অভাবে 'বেকারত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে ঘুরবে। শিক্ষাবিদরা প্রশ্ন করেছেন, তাহলে শিক্ষার গুণগত মান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করে পাসের হার বৃদ্ধিতে শিক্ষা বোর্ডগুলো কেন এত উৎসাহী?

অভিভাবকরাও বলছেন, পাসের হারের চেয়ে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশে বেশি নজর দেয়া উচিত। গত বুধবার প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নয় বোর্ডে পাসের হার ৭৬ দশমিক ১৯ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ৬০। এক বছরে পাসের হার বেড়েছে ১০ শতাংশের বেশি। এ হার বৃদ্ধিতে মান কতটুকু বেড়েছে এটাই এইচএসসিতে মূল্যায়ন করা উচিত।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পরীক্ষার খাতা কতটুকু উদারভাবে দেখা হল এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি বলেন, পরীক্ষার খাতা দেখায় উদারনীতি গ্রহণ করা হলে তা দেশের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে। সবচেয়ে ভয়াবহ যে বিষয়টি, এদের ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান নিয়ে কি হবে। তিনি বলেন, আমরা চাই পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি পাক। কিন্তু উদারনীতি গ্রহণ করে খাতা দেখা হলে ভবিষ্যতে দেশে বেকারত্ব বাড়াবে। সরকারকে পাসের হার বৃদ্ধি করার দিকে নজর দেয়ার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার জন্য সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। তিনি বলেন, পাস করে যারা